সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পূর্বে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল যেখানে চড়ে গাভী তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাত। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত কম। তাই গাভীর প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে খামারি ভাইদের অবশ্যই উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। নিম্নে কয়েকটি বহু বর্ষজীবী ঘাসের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

প্যাকেজের উদ্ভাবক ঃ ড. খান শহীদুল হক ও ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

নেপিয়ার (Pennisetum pur-pureum)

নং	নেপিয়ার (বাজরা)	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ি ঢাল ও সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত জমিতেও ঘাস জন্মে।
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	হে. প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম. কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৪৫ দিন পর পর-গ্রীষ্মকাল ৫০-৬০ দিন পর পর-শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১৫০ - ২০০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম ও ২.০ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরি

এন্ড্রোপোগন (Andropogon gyanus)

নং	এন্ড্রোপোগন	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	লবণাক্ত মাটি ও জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে পাহাড়ের চূড়াতে বা বেশি ঢালু জমিতে এ ঘাস ভাল জন্মায় না
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে মুথা লাগানো যেতে পারে
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	২৮-৩০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	২৫-৩০ দিন ঃ গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন ঃ শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৯ বার - ১ম বছর ৯ - ১১ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০ - ১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ৩৭০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ৩৩৮ গ্রাম, প্রোটিন ২২ গ্রাম,ফাইবার ১৪৬ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.৭৮ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরি

স্প্লেনডিডা (Setaria splendida)

নং	স্প্লেনডিডা	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়।
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ লবণাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের জায়গায় এ ঘাস জন্মে
৩	জমি তৈরি	ঃ	উত্তম ভাবে চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে মুথা লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	৩৫-৪০ মুথা/কাটিং প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	২৫-৩০ দিন ঃ গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন ঃ শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৯ বার ১ম বছর ৯-১১ বার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০-১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ৩৩৫ গ্রাম, জৈব পদাথ ৩১৭ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ১৮৩ গ্রাম পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.২০ মেগাজুল।
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি।

রোজী (Bracharia ruziziensis)

নং	রোজী	ঃ	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়।
১	রোপণের সময়	ঃ	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব জায়গায় এ ঘাস জন্মে। এ ঘাস মধ্যম মানেরলবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
৩	জমি তৈরী	ঃ	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে মুথা লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	প্রতি হেঃ ৩৫-৪০ হাজার মুথা।
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন ঃ৭০ সিএম; কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	
	জমি তৈরির সময়	ঃ	ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হে.
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	ঃ	৩০-৩৫ দিন পর পর–গ্রীষ্মকাল ৩৫-৪৫ দিন পর পর–শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	৭০ - ৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ ২২০ গ্রাম, জৈব পদার্থ ১৯৯ গ্রাম প্রোটিন ২৬ গ্রাম, ফাইবার ১১৬ গ্রাম প্রাচ্যতা ৬০%ও বিপাকীয় শক্তি ২.১০ মেগাজুল।
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি।